বৈবিছার সমন্বয়ক পরিচয়ে চাঁদাবাজি জানা গেল চাঁদাবাজদের আসল পরিচয়

সংগৃহীত ছবি

রাজধানীর গুলশানে সাবেক সংসদ সদস্যের বাসায় গিয়ে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে একটি চক্র। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক' পরিচয়ে গিয়ে তারা আগেই ১০ লাখ টাকা আদায়ও করে। অবশেষে পুলিশের ফাঁদে পড়ে ধরা পড়ে পাঁচজন, যাদের নেতৃত্বে রিয়াদ যেকিনা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক এবং বাগছাস ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এছাড়া এনসিপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা উঠে এলো এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য..

রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশানে চাঁদাবাজির অভিযোগে পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে রিয়াদ হোসেন নামে একজনের পরিচয় উঠে আসতেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক ছিলেন। এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সরকারি কমিশনের ছাত্র প্রতিনিধি সদস্য। এনসিপির শীর্ষ নেতৃত্ব নাহিদ,হাসনাতের সাথে রয়েছে তার ঘনিষ্ঠতা।পাশাপাশি গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও ছিল তার। সে এসব প্রভাব খাটিয়ে চাঁদাবাজি করত

আটকের পর একে একে বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে তাকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করে আনুষ্ঠানিকভাবে নোটিশ জারি করা হয়েছে

গুলশান থানার ওসি হাফিজুর রহমান জানান, এই চক্রটি সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) শাম্মী আহমেদের গুলশানের বাসায় গিয়ে প্রথমে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। পরে তারা ওই বাসা থেকে ১০ লাখ টাকা আদায় করে। পরবর্তীতে বাকি টাকা নিতে গেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

আটক পাঁচজন হলেন—রিয়াদ হোসেন, সিয়াম আহমেদ, সাদমান রশিদ, ইব্রাহিম খলিল ও আমিনুল ইসলাম। তাদের মধ্যে মূল পরিকল্পনাকারী রিয়াদ দীর্ঘদিন ধরে বাগছাস (বাংলাদেশ গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক সংহতি) এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, আটককৃতদের কাছ থেকে মোবাইল, ল্যাপটপসহ বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস জব্দ করা হয়েছে। চক্রটি আগেও এ ধরনের অপরাধে যুক্ত ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এছাড়া আরও কেউ এই চক্রের পেছনে আছে কি না, তা খুঁজে বের করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।